দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ... ৭ ...

শিশুর শিক্ষা

গণসচেতনতা, সরকারী ব্যাপক প্রচারণা ও সুবিধা দেয়ার ফলে বাংলাদেশের অভিভাবকরা তাদের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছেন। আর শহরের অভিভাবকরা বলতে গেলে 'ক্রেজি' হয়ে পড়েছেন। বাচ্চার বয়স চার হতে না হতেই তারা নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে ছুটছেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। কিন্তু তাঁরা মোটেও ভেবে দেখছেন না চাপিয়ে দেয়া পড়াশুনার কারণে বাচ্চাদের ওপর কি রকম মারাত্মক মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে বাচ্চার বয়স ছয় হবার পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করতে দেয়া হয় না। ছয় বছর পূর্ণ হবার পূর্বে খেলনা, গান, গল্প, ছবি আঁকা এবং অন্যান্য আনন্দ উপকরণের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। শিশুদের ওপর শিক্ষার ব্যাপারে কোন রকম অহেতুক ভীতি সৃষ্টজনিত মানসিক চাপ পড়ে না। আমাদের দেশে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। যা অবস্থা তা দেখে মনে হয় শিশুদের সাথে বাবা মারাও লেখাপড়া করছেন। গাদা গাদা শিক্ষার উপকরণ শিশুদের দেয়া হচ্ছে। কঠিন কঠিন বিষয় শিশুদেরকে পড়ানো হচ্ছে। শিশুদের পক্ষে কতটুকু উপযুক্ত বা শিশু তা কতটা আত্মস্থ করতে পারবে তা মোটেও ভেবে দেখা হচ্ছে না। আপনার শিশুকে ছয় বছর হবার পূর্বে পড়াশোনার জন্য চাপ দিবেন না। তাকে একটু খেলতে দিন, ছবি আঁকতে দিন বাগান শেখান। সে যা পছন্দ করে তা করতে দিন। পড়াশোনায় ফার্স্ট, সেকেন্ড হতে হবে এই মানসিকতা বাদ দিয়ে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তার পছন্দসই জিনিসগুলো করতে দিন।

সানজিদা শাহরিয়ার (বিরণ)